পঞ্চক। এতক্ষণে ওরা তা'কে মহাতামসে বসিয়েচে—আর সকলে মিলে খুব দূরে থেকে বাহবা দিয়ে বল্‌চে সুভদ্র দেবশিশু। আর কিছু না, আমি যদি রাজা হতুম তা হ'লে ওদের সবাইকে কানে ধরে' দেবতা করে' দিতুম—কিছুতে ছাড়তুম না।

আচার্য্য। ওরা ওদের দেবতাকে কাঁদাচ্চে পঞ্চক। সেই দেবতারই কান্নায় এ রাজ্যের সকল আকাশ আকুল হ'য়ে উঠেচে। তবু ওদের পাষাণের বেড়া এখনো শতধা বিদীর্ণ হ'য়ে গেল না।

পঞ্চক। প্রভু, আমরা তাঁকে সকলে মিলে কত কাঁদালুম তবু তাড়াতে পারলুম না। তাঁকে যে ঘরে বসালুম সে ঘরের আলো সব নিবিয়ে দিলুম—তাঁকে আর দেখ্‌তে পাইনে—তবু তিনি সেখানে বসে' আছেন!

গান

সকল জনম ভোরে
ও মোর দরদিয়া—
কাঁদি কাঁদাই তোরে
ও মোর দরদিয়া!
আছ হৃদয় মাঝে,
সেথা কতই ব্যথা বাজে
ওগো এ কি তোমায় সাজে
ও মোর দরদিয়া।

এই দুয়ার-দেওয়া ঘরে
কভু আঁধার নাহি সরে
তবু আছ তারি পরে
ও মোর দরদিয়া
সেথা আসন হয়নি পাতা
সেথা মালা হয়নি গাঁথা
আমার লজ্জাতে হেঁট মাথা
ও মোর দরদিয়া

(উপাচার্য্যের প্রবেশ)

আচার্য্য। এ কি সুতসোম! আমার কি সৌভাগ্য! কিন্তু তুমি এখানে এলে যে?

উপাচার্য্য। আর কোথা যাব বল? তুমি চলে' আসামাত্র অচলায়তন যে কি কঠিন হ'য়ে উঠল, কি শুকিয়ে গেল সে আমি বলতে পারিনে. এখন এস একবার কোলাকুলি করি।

আচার্য্য। আমাকে ছুঁয়ো না—কাল থেকে ঘটশুদ্ধি ভূতশুদ্ধি কিছুই করিনি।

উপাচার্য্য। তা হোক্ তা হোক্। তোমারও আলিঙ্গন যদি অশুচি হয় তবে সেই অশুচিতার পুণ্যদীক্ষাই আমাকে দাও।

(কোলাকুলি)

পঞ্চক। উপাচার্য্যদেব, অচলায়তনে তোমার কাছে যত